

লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতিতে কতটা সন্তুষ্ট হতে পারি

Tuesday, Apr 16, 2013

By Dr. Sadiq Ahmed

দেশে চলমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারাবাহিক অস্থিতিশীলতার মাঝে অর্থনীতির জন্য এক বড় সুখবর হলো

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) উন্নতি। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১২-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিজার্ভে নিম্নগতি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে টাকার অবমূল্যায়নের ঘটনা বিনিয়োগকারী ও সাধারণ মানুষের মনে এখনো সমুজ্জ্বল। তাই সাম্প্রতিক ওই উন্নয়নের যে প্রতিফলন রিজার্ভ বৃদ্ধি ও টাকার মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হলো, সেটি স্বস্তিদায়কও বটে। কথা হলো, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে এ উন্নতির ব্যাখ্যা কী? এ ঊর্ধ্বগতি টেকসই হবে কিনা? এতে নীতি ব্যবস্থাপনার অন্তর্নিহিত ভূমিকা ছিল কতটা? আজকাল এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অনেক মহলেই। মানুষের আগ্রহ দেখে মনে হলো, বৃহত্তর পাঠকের কাছে এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরি। সে অভিপ্রায়েই এ নিবন্ধ।

প্রশ্ন হলো, কী কী উপাদানে পরিবর্তন বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যকে ইতিবাচক অবস্থানে ফেরাল? একাধিক কারণ রয়েছে এর। প্রথমত. নীতিগত উন্নয়ন আরো নির্দিষ্ট করে বললে মুদ্রানীতিতে আনা কয়েকটি সংশোধনী। ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, ২০১০ ও ২০১১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ছিল শিথিল। সে সময় অতিরিক্ত তারল্য মূল্যস্ফীতির ওপর কাজ করে আগুনে ঘি ঢালার মতো। ফলে আরো বাড়ে মূল্যস্ফীতি; ফুলে ওঠে সম্পদের বুদ্বুদ (অ্যাসেট বাবল)। ২০১১-১২ অর্থবছরে চাহিদা প্রান্তের (ডিমান্ড সাইড) ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। সে কারণে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কিছু নীতিগত কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন, যাতে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটে। ভূমি ব্যবস্থাপনাও উন্নত করা দরকার। এক্ষেত্রে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও শিল্পপার্ক স্থাপন অবশ্যই ভালো উদ্যোগ। তবে কথা হলো, সংশ্লিষ্ট বিশেষত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ থাকতে হবে এগুলোর ব্যবস্থাপনায়। নইলে মিলবে না কাঙ্ক্ষিত সুফল। সেজন্য শিল্পাঞ্চল পরিচালনায় চীন, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিবাচক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।